অমর্ত্য সেন: গৌরবময় এক নাম

দিলরুবা শাহানা

অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় বাঙ্গালী নবেল পুরষ্কার পেয়ে গর্বিত করেছেন নিজের দেশকে, নিজের জাতিকে, সেই সাথে আনন্দিত করেছেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা সব বাংলাভাষীদের।

অমর্ত্য সেনের বাড়ীর উঠোনে লেখিকা

আমি অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে বসে টেলিভিশনের খবরে তাঁর নবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির সংবাদ পাই। তবে ঐ খবরে যে ব্যাপারটি আমাকে আপ্লুত করেছিল তা হল একটি শব্দ। খবর পাঠক বলেছিলেন Dr.Sen is an Indian Bengali. বাঙ্গালী শব্দটি যে এত যাদুময় তা এমন করে মনে হয়নি কখনো। ভাবতে ভাল লাগছিল যে যাঁর নাম এতো খ্যাতি পেল উঁনি আমাদেরই লোক। অমর্ত্য সেনকে প্রথম ঢাকায় দেখি ১৯৮৮তে। সে সময়ে ঢাকার একটি পত্রিকা লিখেছিল যে অমর্ত্য সেনের বক্তৃতা শোনার জন্য যেভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী আজ ভিড় করেছে এমন ভিড় কোন সিনেমার নায়ককে দেখার জন্যও হয়না।

নিজের তাগিদে ইউনেস্কোর জন্য লেখা অমর্ত্য সেনের প্রবন্ধ Technology, Development and Women পড়েছিলাম। শিরোনাম ভুল হয়ে থাকলে মাপ চাইছি। প্রসঙ্গত: বলছি নবেল পুরষ্কার ঘোষনার পরদিন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে গিয়ে উঁনার লেখা Politics of Hunger বইটি খুঁজছিলাম। বিস্ময় লাগলো দেখে যে ঐদিন অমর্ত্য সেনের কোন বই শেলফে পরেছিলনা। এমনকি একঘন্টার জন্য ধার নেয়া যায় রিজার্ভের যে বই সেগুলোও কেউ না কেউ ধার নিয়েছিল। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইউনেস্কোর প্রবন্ধটি ঐদিন আবার পড়া হলোনা। পড়ুয়ারা ঐদিন ঝাপিয়ে পড়েছিল অমর্ত্য সেনের রত্নভান্ডারে।

ঐ প্রবন্ধের একটি সুর বা ধারনা (Notion) আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। পরবর্তী সময়ও ঐ ধারনা বা মত যে কত শক্তিশালী তা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করে বার বার মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ধারনাটি (the notion) হচ্ছে যে

প্রযুক্তি যতোই উন্নতি করুক মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরন ছিল প্রযুক্তির উন্নতির ফলে রাতের খাবার জাপানের টোকিওতে খেয়ে সকালের নাস্তা লন্ডনে বা নিউইর্য়কে খাওয়া যায়। ঘুমের মাঝে বিমান মানুষকে মহাদেশ থেকে মহাদেশে নিয়ে যায়। তবে যদি বিমানের চালকেরা পরিজনদের রেখে, রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে বিমানটি চালিয়ে নিয়ে না যেতেন তবে কি হত? শুধু প্রযুক্তি কি পারতো এশিয়াতে রাতের খাবার খাইয়ে যাত্রীদের নিয়ে উড়ে গিয়ে ইউরোপে সকালের নাস্তা খাওয়াতে? বিমান চালানো জরুরী অবশ্যই, এছাড়াও মানুষের উপস্থিতি, মানুষের স্পর্শ প্রযুক্তির পাশাপাশি অনেক মূল্যবান।

পরে ১৯৯১এ ঢাকা থেকে রাত সাড়ে আটটার ফ্লাইটে লন্ডন যাচ্ছি। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ঘোষনা করলো লন্ডন সময় ভোর ছ'টায় আমরা গন্তব্যে পৌছাব। বোম্বে বর্তমানের মুম্বাই পর্যন্ত যাত্রীরা জেগেছিলেন। বোম্বের ষ্টপওভারের পর বিমান যখন আবার আকাশে উড়লো যাত্রীরা ধীরে ধীরে ঘুমের দেশে পাড়ি জমালেন। বড় পর্দায় সিনেমা বন্ধ হল, আলো নিভতে শুরু করলো। পাশে ছোট্ট আমার মেয়ে যে এতক্ষণ পরবর্তী খাবারের মেনু ঠিক করলো উৎসাহ নিয়ে খাবার আসার আগেই ঘুম এসে তারও কলরব বন্ধ করলো ।

ঐ রাতে আমার চোখে ঘুম ছিলনা। এবার লন্ডনে থাকতে হবে অনেকদিন। দেশে রেখে আসা ছেলেটির জন্য মন কেমন করছিল। পড়াশুনার চাপ কত কঠিন হবে কে জানে, মাঝখানে দেশে যাওয়া যাবে কি এসব ভাবনা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা মাথার উপর বিভিন্ন বাটনে ফোটাফোটা পানি জমেছে। মনে হল আমার ভিতরের দুঃখের হিমগুলো যেন শিশিরের কনা হয়ে উপরে জমেছে। পানি পিপাসা পাচ্ছিল খুব। ফ্লাইটে গেলে ডিহাইড্রেশন হয় তখন পানি বা জুস যা হয় কিছু একটা খাই। তবে এবারের মতো এত বেশী কখনো লাগেনি।

সুইচ টিপতেই ষ্টুয়ার্ডেস এলেন। ঘুমঘুম ভাব নিয়ে মাঝবয়সী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক মহিলা। কান পর্যন্ত সমান খয়েরী চুল আর চশমাতে মহিলাকে আরও বুদ্ধিমতী লাগছিল। এই পেশা বড় ক্লান্তিকর। এই ক্লান্তি ঢাকতেই বোধহয় ওরা এতো রং মাখেন। মনে হয় ঐ রংয়ের নিচে বুদ্ধিটাও ঢাকা পড়ে যায় কখনো কখনো। কিন্তু ঐ রাতে মহিলাটির ঠোটেও রং ছিলনা। উনি আমাকে জুস আর টিস্যু এনে দিলেন। টিস্যু দিয়ে উপড়ে জমে থাকা পানি মুছতে আমাকে সাহায্য করলেন। সে রাতে আমি বার চারেক সুইচ টিপেছি। প্রতিবার শুধু বুদ্ধিমতী নন হৃদয়বতী সে মহিলা হয় আমার জন্য জুস বা টিস্যু নিয়ে এসেছেন। তাকে অধৈর্য বা বিরক্ত হতে দেখিনি। আমার সে বিষন্ন যাত্রায় ঐ মহিলার সাহায্য একটু হলেও প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। সেদিন অমর্ত্য সেনের প্রবন্ধের কথা

আবার মনে পড়লো। প্রযুক্তির পাশে মানুষের উপস্থিতি, মানবিক ছোঁয়া বড় দামী। ষ্টুয়ার্ডেস বিমান চালান না তবু তারও প্রয়োজন আছে দীর্ঘ যাত্রায়।

কাজের সূত্রে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য। মানিকগঞ্জে যাওয়া হতো প্রায়ই। সময়টা ১৯৯৩ বা ১৯৯৪ মানিকগঞ্জের কৃষ্ণপুর কি শিমুলিয়া থেকে ফিরছি। সাধারন মানুষের নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রানপণ উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে সময় অযথা ব্যয় করছিনা। বিশেষ করে মেয়েদের কাজ দেখলে মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। গাড়ী কিছু দূর যেতেই চোখে পড়লো পুরোন নোনাধরা বিরাট দোতলা এক বাড়ী। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি দেখে মানিকগঞ্জের কর্মীভাই জাহাঙ্গীর আলম বললেন,

অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষের ভিটা বলে পরিচিত আঙ্গিনাতে ব্র্যাক কর্মীদের সাথে বর্তমান বাসিন্দারা

-এই বাড়ীটা দেখাতে আবেদভাই (ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কর্নধার ফজলে হাসান আবেদ)
বিখ্যাত একজনকে নিয়ে এসেছিলেন। উঁনার নাকি পূর্বপুরুষের ভিটা এটা।
-আপনি কার কথা বলছেন? অমর্ত্য সেন নাতো?
জাহাঙ্গীর আলম বিনীত ভঙ্গিতে হেসে বললেন,
-জি আপা, নামটা করতে পারছিলামনা। যাবেন দেখতে?
-অবশ্যই যাবো।

গাড়ী থেকে নেমে ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে বাড়ীর সামনে এলাম। চূণবালি খসে সম্পূর্ণ নেড়া। দরজা, জানালায় কপাট নেই। তবে একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত উঠে যাওয়া লোহার থাম আর জানলার লোহার গরাদ এখনও আছে। সবকিছু নোনাধরা, স্যাতস্যাতে। গাছপালা ঘেরা যে কারনে ছায়া এখানে স্থায়ী আবাস গড়েছে। একমাথায় একটি ঘরে দরজা জানলা রয়েছে তবে বন্ধ। জাহাঙ্গীর সাহেব জানালেন ঘরটি এখন সরকারী পোষ্টঅফিস। আমার ধারনা হল Enemy Property Act বা Vested Property Act এর আওতায় এই বাড়ী এখন সরকারের সম্পত্তি হয়তোবা।

যদি অমর্ত্য সেনের বাড়ীই এটি হয় তা রক্ষা করা দরকার। অমর্ত্য সেন কোথায় থাকেন বড় কথা নয়, ধর্ম কি তাও জরুরী নয়, জরুরী হল তাঁর শিকড় এই মাটিতে, পূর্বপুরুষ এই জায়গার লোক, উঁনি আমাদেরই লোক।
অমর্ত্য সেনের ভাষা বাংলা ভাষা, পূর্বপুরুষের ভিটা বাংলাদেশে, পৃথিবী তাকে সম্মান
দেখিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে তবে আমরা কেন শ্রদ্ধার সাথে তাঁর ভিটা রক্ষা করবোনা?
অমর্ত্য সেনের কাছে মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ তা না হলে পৃথিবীতে এত উন্নতির পরও মানুষ কেন ক্ষুধার্ত এর কারন খুঁজতে ব্যয় করছেন নিজের মেধা ও শ্রম। এমন গুণীজনকে শ্রদ্ধা জানানো, সম্মান দেখানোর মত উদারতা যদি না থাকে তাতে নিজের দৈন্যই প্রকাশ হয়।

অমর্ত্য সেন ও মানিকগঞ্জ

একটি ইচ্ছে ছিল সময়সুযোগ পেলে আবার মানিকগঞ্জে যাওয়া। মক্কা-মথুরা নয় মানিকগঞ্জ! তাতে কি হয়েছে। সব জায়গা ও সব জিনিসের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তাও দেখা যায় ইচ্ছা থাকলে।
অনেক উন্নয়ণ কর্মকান্ডের সূতিকাগার মানিকগঞ্জ, বেশ কিছু পুরোনো জমিদার বাড়ীর ভাঙ্গাচুড়া এখনও দেখতে পাওয়া যায় এখানে, মানিকগঞ্জের ঝিট্কার খেজুরের গুড় খুবই সুস্বাদু, আর সবার কম বেশী জানা আছে নিশ্চয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নিটোল গ্রাম ঝিট্কাকে। যেখানে প্রায়ই সিনেমার স্যুটিং হয়। সবার চেয়েও উল্লেখ যোগ্য হল মানিকগঞ্জের মেয়েদের হাতের কাজ। আড়ং থেকে যারা কেনাকাটা করেন তাদের জানা আছে কুশন কভারে, বিছানার চাদরে ব্লক প্রিন্ট ও এপ্লিকের কাজে কতযে দক্ষ মানিকগঞ্জের শ্রমজীবী মেয়েরা। বিশেষ করে কুশন কভারগুলোতে ছোট্ট এক টুকরা কাগজ স্ট্যাপল দিয়ে আটকানো থাকে তাতে লেখা 'মানিকগঞ্জ শ্রমজীবী নারীশক্তি'। আর শাড়ী ও পাঞ্জাবীর কথাতো বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে মেয়েদের এই গুনাবলী লোকচক্ষুর প্রশংসা ধন্য হতোনা যদি ব্র্যাক তার কার্যক্রম মানিকগঞ্জে শুরু না করতো।
আমি সীমিত সময়ে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি তা থেকে আবার অমর্ত্য সেনের পূর্ব পুরুষের ভিটা দেখারও সুযোগ করে নেই।
এর আগে যিনি প্রথম আমাকে একটি পুরাতন বাড়ী দেখিয়ে অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষের বসতবাটী বলেছিলেন সেই কর্মীভাই জাহাঙ্গীর আলম এখন আফগাস্তিানে কর্মে নিয়োজিত। তার দেখানো বিশাল দোতলা পুরোবাড়ীটি আসলে অমর্ত্য সেনের বাড়ী নয়। উনি আমাকে বাড়ীটি দেখিয়েছিলেন অমর্ত্য সেন নবেল পুরুষ্কার পাওয়ারও আগে। সে বাড়ীতে একমাথায় সরকারী

পোষ্টঅফিস দেখেছি বলে লিখেছিলাম এবার যেয়ে দেখি সে বাড়ী তেমনি পড়ো পড়ো এবং ঐ পোষ্টঅফিস এখনও তাতে রয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম দেখেছিলেন আবেদভাই (ফজলে হাসান আবেদ) অমর্ত্য সেনকে নিয়ে মত্ত গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ী দেখাতে। তাতে খুব সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীর ধরে নিয়েছিলেন একদার জমকালো রাজকীয় ইমারত যা বর্তমানে পড়ো পড়ো সেটিই অমর্ত্যের ভিটা। আসলে মানিকগঞ্জের মত্ত নামক জায়গায় লোকজন জানে ঐ বাড়ী বা জমিদার প্রাসাদের একদা মালিক ছিলেন দত্তরা।

ব্র্যাকের মানিকগঞ্জ রিজিওনাল অফিসে পৌঁছে কোথায় কোথায় যাব কি কি দেখবো সব যখন আলোচনা হচ্ছে তখন অমর্ত্য সেনের পূর্ব পুরুষের ভিটার কথাও উঠলো। রিজিওনাল ম্যানেজার বললেন,

‘দত্ততে জমিদার বাড়ীর পিছনের বাড়ীটাই অমর্ত্য সেনের’

প্রায় ভেঙ্গেপড়া দত্তবাড়ী।

বাকী কর্মী ভাইবোনরাও সায় দিলেন। এবার মনে হল অনেকেই ঐ ভিটার খবর জানে। যদিও অমর্ত্য সেন তাঁর জন্ম পৈতৃক বাড়ী ঢাকার ওয়ারীতে হয়েছে বলে জানান।

মত্ত গ্রামটি মানিকগঞ্জ শহরের খুব কাছে। অন্যান্য কাজ সেরে আমরা মত্ততে পৌঁছে গেলাম। পুরোন প্রাসাদোপম বাড়ী ছাড়িয়ে গাড়ী থামলো। পিছনের বাড়ীর উঠোনে পা দিলাম। নিকানো টিনের ঘরের বারান্দায় চেয়ার বসে একটি ছোট্ট ছেলে খাচ্ছিল। আমাদের আগমনের শব্দে নীরবতা ভাঙ্গলো। একহারা গড়নের সুচালো নাকের মিষ্টি চেহারার লম্বা তরুণী মেয়েটি উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠলো। আমরা যখন অমর্ত্যের ভিটা কিনা এই প্রসঙ্গ তুলছি তখনি মিষ্টি মেয়েটি তারও চেয়ে মিষ্টি হাসি মুখে নিয়ে জানালো

‘জি, এইটাই তেনার ভিটা আছিল’

‘আর আপনারা?’

‘আমরা অনেক বছর ধরে আছি’

‘তাহলে ঐ জমিদার বাড়ীটা কাদের?’

তখনি মাঝ বয়সী একজন এসে গেলেন আর বললেন

‘ঐটাতো দত্তদের বাড়ী, ঐ বাড়ীর মালিকেরা ছিলেন গিয়ে প্রদীপ কুমার দত্ত, অরুন দত্তেরা।’
‘আপনারা কতদিন আছেন এই বাড়ীতে?’
‘বছর চল্লিশের উপরেতো হইবেই।’
‘অমর্ত্য সেন কি কখনো এখানে এসেছিলেন?’
‘তা একবার আসছিলেন অনেকদিন আগে’
‘কতদিন আগে মনে আছে?’
‘সঠিক বলতে পারবো না, তো দশ পনেরো বছর হইলে হইছেইতো।’
এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিছু ছবি তোলা হল। হঠাৎ আমার পোষ্ট অফিসটার কথা মনে হল।
‘আচ্ছা, ঐ বাড়ীতে একটা পোষ্টঅফিস ছিল, এখনও আছে কি?’
‘আছেতো, যাবেন?’
তাহলে ঐ পোষ্টঅফিস যেটির কথা আগে উল্লেখ করছি তা রয়েছে দত্তদের পরিত্যক্ত বাড়ীতে। আমি আগের বারে জাহাঙ্গীর আলমের সাথে দত্ত বাড়ীই অমর্ত্য সেনের বাড়ী মনে করে দেখে গেছি। ব্র্যাকের আইন ও মানবাধিকার কার্যক্রমের প্রধান এলিনা জুবাইদী বেবী মানিকগঞ্জেরই মানুষ, সে ও অন্যান্য কর্মী ভাইদেরসহ দত্তদের পড়ো পড়ো জমিদার বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাই।
গতবারে আমি ভিতরের আঙ্গিনাতে ঘুরে দেখে গেছি। তেমনি আছে মাটি থেকে দোতলা পর্যন্ত লোহার থাম। মানুষের বসবাস নেই। তবে কেউ একজন দোতলার রেলিং ছাড়া বারান্দায় বসে খুট্ খুট্ করে দেওয়াল ভাঙ্গছিলেন। সামনে কংক্রীটের থাম তেমনি দোতলা পর্যন্ত উঠেছে। বেলা পড়ে এসেছিল। ছায়া নেমে আসাতে শীত শীত ভাব জানুয়ারীর ঠান্ডা টের পাইয়ে দিচ্ছিল। আরো কিছু ছবি সামনে পেছনে ঘুরেফিরে তুললাম, পোষ্টঅফিসও ছবিতে ধরা পড়লো। ঐ অফিস এবারও বন্ধ দেখেছি। ফিরে এলাম আমরা দত্তদের বাড়ী আর অমর্ত্য সেনের ভিটা দেখে।
এখানেও একদিন লোকজনের ভীড় ছিল নিশ্চয়, আচার-অনুষ্ঠান হতো, উৎসবপার্বনে আনন্দ ঢেউ খেলতো। এখন শুধুই নীরবতা, ভীষন নীরবতা।
সরকারী ভূমি অফিসে গিয়ে নকশা পর্চা দেখলে(যা এক সময়সাপেক্ষ গবেষণা) ঘাটলে বুঝা যেতো ঐ ভিটার আইনগত মালিকানার পরম্পরাক্রমিক ইতিহাস।
ঢাকায় কথা হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসনের(আই.বি.এ.) শিক্ষক জাহিদ হাসান খানের বাবার সাথে। সদালাপী অমায়িক এই পরিবার গুলশানে স্বাধীনতার আগেই নিজের বাড়ী করেছেন তবে মানিকগঞ্জে পূর্বপুরুষের ভিটার সাথেও রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। কথা প্রসঙ্গে উঁনি জানালেন যে তাদের কানে এসেছে অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষের ভিটার খবর, এছাড়াও অশ্বিনীকুমার দত্তের পূর্বপুরুষের বাড়ীও মানিকগঞ্জে ছিল।